ল | ন্ড | ন

যে কারণে দেশ ছেড়েছি

আমি আর আমার আম্মুনী ও বাবা এই তিনজন মিলে ছিল আমাদের সুখের সংসার। আমার আম্মুনি একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। অবসর নেন তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৯৯ সালে। পেনশনের টাকা ওঠাতে গিয়ে আম্মুনিকে দারুণ হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আম্মুনি ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কিন্তু ২৫ বছরের কর্মজীবনের সমাপ্তি টানার পর ফলাফল হলো লাভের খাতা শূন্য। আমি পেশাগতভাবে ছিলাম একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক। ফলে আম্মুনির পেনশন পাওয়ার বিষয়ে শেষ মুহূর্তে মন্ত্রণালয়ে দৌড়ঝাঁপ করি। যদিও আম্মুনি চাইছিলেন না, আমি এ বিষয়ে মাথা ঘামাই।

যখন দেখলাম আমার মা দৌড়ঝাঁপ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, টেনশনে নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারিনি। যাই হোক, আম্মুনিতার প্রাপ্য টাকা পেয়েছিলেন বটে। ২০০৪ সালে আম্মুনি ও আমার বাবা ওয়াশিংটনে আমার ভাইয়ের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

বাদ সাধলেন ইমিগ্রেশন অফিসার। মায়ের সারা জীবনের কষ্টার্জিত পয়সা বিদেশে নেয়া যাবে না, কারণ ৫ হাজার ডলার (US) নেয়া অবৈধ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ছিলাম দেশের বাইরে। এখানেও আমার আম্মুনির ভোগান্তি, ইমিগ্রেশন টাকা জব্দ করে সিস মেমো দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে আমি আইনি লড়াই করে টাকা ফেরত পেয়েছিলাম। আম্মুনি সেই যে ভয়ে দেশ ছাড়লেন আজও দেশে ফেরা হয়নি।

অনেকবার আম্মুনিকে অনুরোধ করেছি কিন্তু তার এক কথা, যেই দেশকে আমি এতোকিছু দিলাম সেই দেশ আমাকে দেশছাড়া করে ছাড়লো। মা আমার রাগে-ক্ষোভে স্বেচ্ছায় প্রবাসী হলেন। সন্তান হয়ে আমিও মাকে আমার কাছে ধরে রাখতে পারিনি। মনে মনে মায়ের প্রতি প্রচন্ড একটা ক্ষোভ ছিল, আমার দেশ কখনো খারাপ হতে পারে না, মা যতই আমাকে বিদেশের বিষয়ে উৎসাহিত করতো আমি মাকে দৃঢ়কণ্ঠে জানাতাম, এ দেশে এখনো বহুলোক বাস করে যাদের আমেরিকা, কানাডার কেউ নেই। মা আমেরিকায় চলে যাওয়ার এক বছরের মাথায় আমি উপলব্ধি করলাম, না এ দেশে আর না। আমি পত্রিকার অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন করার জন্য গত মার্চের ৩ তারিখে যথানিয়মে

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় অভিজ্ঞতার কথা জানান। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

info@shaptahik2000.com

নি | উ | ই | য় | র্ক

বিমানবন্দরে বিড়ম্বনা

দেশে গিয়েছিলাম ২৩ ডিসেম্বর। বছরে দুইবার যাই। কিন্তু বাংলাদেশ বিমানে যাই না। আমার কষ্টের টাকার দাবিদার আমার দেশের পতাকা আঁকা বিমান কিন্তু শিডিউল বিলম্ব, দীর্ঘ যাত্রাপথে পড়ে থাকা, বারে বারে কর্তাদের কাছে রিকনফার্ম করতে যাওয়ার ঝক্কি না হয় পোহাতাম কিন্তু এ দেশের করপোরেট হাসপাতালের মূল্যবান চাকরিটা থাকতো না। দেশপ্রেম তখন চোট খায় আমার কাছে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ২০ মিনিট আগে পৌঁছে গেলাম, আলো আবছা আঁধারে ঢাকা দেশের সকাল দেখলাম। এগিয়ে গেলাম ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। ভদ্রলোক বেশ ঝুঁকে বাংলাদেশ লেখা পাসপোর্টটি দেখলেন। কম্পিউটার টিপে টিপে মিনিট পনের পরে বললেন আপনার ডিপারচার কম্পিউটারে সংরক্ষিত নেই। Arrival সিল দেয়া যাবে না। বললাম জন্মগতভাবে বাংলাদেশী। দেশে ফিরে আসছি সরকারের অনুকূল্যে আমার দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে। প্রমাণ চাইলে দিতে পারি। পাশ থেকে আর একজন বলে উঠলেন, আমেরিকা বাংলাদেশের দুই পাসপোর্ট রাখতে পারেন না। আমরা অবৈধভাবে বাংলাদেশের পাসপোর্ট রাখার জন্য আপনার পাসপোর্ট সিজ করে নেব। বললাম নিউইয়র্কের কনস্যুলেট সব দেখেই আমাকে পাসপোর্ট দিয়েছেন। সার্টিফিকেটও আছে। তিনি ঝাঁঝালো সুরে বললেন, কথা বাড়াবেন না, ও রকম সবাই বলে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার পাসপোর্টে সিল দিয়ে চলে এলাম। আমার কার্গোতে ছাড়ানোর জন্য কিছু জিনিসপত্র ছিল তাই বাংলাদেশ পাসপোর্টে Arrival সিল লাগে-যদিও ৫০০ টাকা দিলে কার্গোর দালালরা ম্যানেজ করে, তবু সত্য ও বৈধ থাকতে গিয়ে ভোগান্তি। অহেতুক ক্ষমতার বাগাম্বড়তা মনকে প্রবোধ দিলাম এটা আমার দেশের আর এক দিক, যোগ্য স্থানে অযোগ্যরা বসে আছেন। ওনারা না জেনে শুধুই আইনের ভয় দেখাবেন। যুক্তি বোধগম্যতা ওনাদের লোপ পেয়েছে।

সৈয়দ হায়দার আলী
নিউইয়র্ক, ইউএসএ

সম্পাদকের সইসহ ফরম জমা দিই। যিনি কার্ডের দায়িত্বে আছেন তিনি সই করে জরুরি ভিত্তিতে দিতে অনুমতি দিয়ে চলে গেলেন। কার্ড লেখা হলো কিন্তু কার্ডের গায়ে তার সই হলো না কারণ তিনি নেই। কিন্তু এই কার্ডটির গুরুত্ব আমার কাছে যতখানি তার কাছে সেটা ততখানি ছিলো না, পরদিন আবার সেই অফিসে গেলাম। তিনি মিষ্টি হাসি দিয়ে বহু তত্ত্ব কথা শুনিয়ে বললেন মন্ত্রীর আদেশে আমাকে এ নিয়ম পালন করতে হচ্ছে। কারণ আপনার নাম ২২ নাম্বারে থাকলেও ক্যামেরাম্যান ছয়জনসহ ২৮ জন হয়ে যায়, তাই ক্যামেরাম্যান আমাদের প্রয়োজন বেশি সুতরাং আমি দুঃখিত। তার কথায় আমি মর্মাহত।

জীবনে কখনো অন্যদের সঙ্গে আমার মা-বাবা যেমন কোনো আপস করেননি, তেমনি আমিও না। এখানেও কি নারী বৈষম্যতা? সামান্য একটা কার্ডের জন্য আমি আর কাউকে অনুরোধ করিনি, আমার চিফ রিপোর্টার তাকে ফ্যাক্স করে চিঠি দিয়ে আমাকে পিআইডিতে যেতে বললেন কিন্তু অফিসার খুশি হতে পারলেন না আমার প্রতি। রাগে-দুঃখে সেই মাসেই দেশ ত্যাগ করে লন্ডনে একটি বাংলা টিভি চ্যানেলে কাজ নিয়ে প্রবাসী হলাম। আর প্রবাস জীবনে এসে ভাবছি দেশটা এমন কেন? এতো তফাৎ কেন লন্ডন আর বাংলাদেশের মধ্যে? কেন আমার মা দেশে ফিরতে পারছেন না? কেন আমাকে দেশ ত্যাগ করতে হলো?

মাহমুদা এমি
হুয়াইট চ্যাপেল, লন্ডন, ইউ. কে

সা | ফা | ত

দূতাবাসে হামলা

`Zvev‡mi mvg‡b we¶ä evsjv‡`kx kvgKiv

সেই সকালে কারো হাতে ইটপাটকেল, কারো হাতে গাছের ডালপালা, কারো খালি গা, হাতে জুতা। দূতাবাসের সামনে রাখা ৮-১০টি গাড়ির সবকটি গ্লাস ভেঙেচুড়ে একাকার। দূতাবাসের বাইরের হাউলির দরজা ভাঙা, ভেতরের রিসিপসন কাউন্টার, বিশ্রামাগার, চেয়ার, টেবিল, দেয়ালের ছবি, বৈদ্যুতিক সুইচবোর্ড, দূতাবাসের জানালা, দরজার গ্লাস, কম্পিউটার কোনো কিছুই যেনো অক্ষত নেই। ক্ষুধার্ত বিপ্লবী শ্রমিকেরা তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। দূতাবাসে যাকে যেখানে যেমনভাবে পেয়েছে চালিয়েছে এলোপাতাড়ি আক্রমণ। মেঝেতে পড়া ছিলো অজস্র কাগজপত্র যা দূর থেকেই দেখা গেছে এমন কি দূতাবাসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যারা কাজের উদ্দেশে এসেছিলো তাদেরও কেউ কেউ সেদিন তোপের মুখে পড়তে হয়েছে। সেদিন শ্রমিকদের চোখে মুখে ছিলো বিপ্লবী কণ্ঠ আর অধিকার আদায়ের প্রতিবাদ, যেনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সুতীব্র পদক্ষেপ। চিৎকার করে বলেছে 'ঐ কুত্তার বাচ্চারা আমগো বেতন লইয়া দে না হয় দূতাবাসের ইট খামু, টিকেট লইয়া দে দেশে জামু।' কেউ বলেছে 'যে দূতাবাস আমাদের দুঃখ দেখে না সে দূতাবাস আমাদের দরকার নেই।'

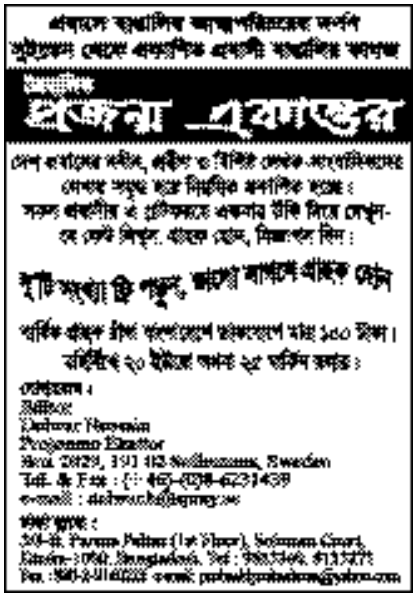

দূতাবাস ভাংচুরকালে একজন আমাকে ফোন করে জানান দূতাবাস নিবরাজের শ্রমিকেরা ভাংচুর করছে তাড়াতাড়ি আসুন। খবর শুনে তাড়াহুড়া করে ক্যামেরায় রিল ভরে প্রতিদিনের মতো কাঁধে সাইড ব্যাগটি নিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে সোজা চলে গেলাম দূতাবাসে। কিন্তু দূতাবাসের রাস্তায় ঢুকেই ড্রাইভার গাড়ি স্লো করে বললো, 'আমি আর সামনে যাবো না।' গাড়ি থেকে নেমে সামনে এগিয়ে যেতেই দেখি উত্তেজিত শ্রমিকরা মারমুখী হয়ে আসছে। কেউ কেউ বলছে, 'আমাগো ছবি তুইলা সারা দুনিয়ারে জানিয়ে দাও আমরা কতো দুঃখে আছি।' একজন যুবক ক্যামেরা দেখে দৌড়ে এসে বলল, 'আপনি আমাগো ভাই আমাগো দুঃখের কতাডা আমাগো সরকারের জানাইয়া দেন আমরা এখানে না খাইয়া আছি, আমাগো ৬ মাস বেতন নাই, থাকার রুম নাই, ছাদে ঘুমাই, বেতন চাইলে ম্যানেজার মারে, ভাই আমরা আরবি কথা বুঝি না, অনেকের আকামা নাই'। পুলিশ দেখে কোনো শ্রমিককে সেদিন পিছু হঠতে দেখা যায়নি বরং সারিবদ্ধভাবে রাস্তার একপাশ দাঁড়িয়ে থাকে। জোরে অনেক শ্রমিককে শব্দ করে বলতে শোনা গেছে, 'পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করলে সবাই আমরা এভাবে একত্রে থানায় যাবো।' সেদিনের সে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে হোক আর অন্যায়ের প্রতিবাদ হোক কিংবা ক্ষুধার জ্বালায় হোক সকলের প্রতিশ্রুতি আর প্রতিবাদের জুতা, লাঠির ভাষা ছিলো অধিকার আদায়ের বিপ্লবের কিংবা মুক্তি আন্দোলনের। সেদিন কারো হাতেই হকিস্টিক কিংবা শাবল কিংবা রড দেখিনি। ক্ষুধার্ত মানুষের মুষ্টিবদ্ধ হাতের বিস্ফোরণ দেখেছি বলতে গেলে জীবন বাজি রেখে।

পুলিশ সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে এলে শ্রমিকরা তাদের হাতে যার যা কিছু ছিলো ফেলে দেয়। তবে কেউ স্থান ত্যাগ করেনি। পুলিশ কোনো প্রকার টিয়ার গ্যাস, ফাঁকা গুলি, রাবার বুলেট, পাহাড়ি বেতের রোলার কোনো কিছুই ব্যবহার করেননি। বরং সাদরে বেশ কয়েকজনকে ডেকে গাড়িতে করে নিয়ে যান। দু' দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কুয়েতের শ্রম মন্ত্রণালয়ের তদন্ত টিম শ্রমিকদের ব্যারাকে গেলে, শ্রমিকরা তাদেরকে শর্ত জুড়ে দেয় আটককৃত শ্রমিকদের মুক্তি ও সকল শ্রমিকের বকেয়া বেতন চুকিয়ে দিতে হবে। সব অনিয়ম বন্ধ করতে হবে। তারা সব দাবিই মেনে নেয় এবং সহকর্মীদের মুক্তি দেয় ও সাত দিনের মধ্যে সব শ্রমিকের বকেয়া বুঝিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে শর্তে আন্দোলন ও ধর্মঘটি শ্রমিকেরা ধর্মঘট তুলে নিয়ে ২৭ এপ্রিল যথানিয়মে কাজে যোগদান করে।

Jahangir Hossain Bablu
Post Box No- 23054
Code No- 13091, Safat, Kuwait

পদত্যাগের ৬৭ ঘণ্টা পর...

ইটালির প্রধানমন্ত্রী সিনোর সিলভিও বেরলুসকনি পদত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ বলছে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পদত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইটালির অর্থনৈতিক ধস, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, শুল্কের হার বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি ও দেশী শিল্প কারখানা বিদেশ নির্ভর হয়ে পড়ায় এ রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। এছাড়া যুদ্ধবাজ মার্কিন নীতির প্রতি সমর্থন ও ইরাকে সৈন্য প্রেরণের জন্যও চরম সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাকে। চলতি বছরের ৩ ও ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় ইটালির আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট ও মেয়র নির্বাচন। মোট ১৩টি আঞ্চলিক নির্বাচনে বিরোধী বামজোট সমর্থিত প্রার্থী বিজয়ী হয় ১১টি অঞ্চলে। উল্লেখ্য, ইটালিতে মোট ২০টি আঞ্চলিক আসন থাকলেও নির্বাচন হয়েছে ১৩টি আসনে। আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট ও মেয়র নির্বাচনে বেরলুসকনির ডানপন্থি জোট 'ফরসা ইটালীয়া' সমর্থিত প্রার্থীদের ভরাডুবির পর সঙ্কট আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। ছোট ছোট কয়েকটি ডানপন্থি দল নিয়ে গঠিত জোট ফরসা ইটালীয়া ও তার সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অভিযোগে জোটের শরিক খ্রিস্টান গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন (উডিচি) সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। একই সঙ্গে তিনজন প্রভাবশালী মন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং অপর দুটি শরিক দল জোট থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করার ইঙ্গিত দেয়। জোটে ভাঙন ও মন্ত্রীদের পদত্যাগ রোধে ব্যর্থ হয়ে ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট চাম্পির কাছে তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বেরলুসকনি পদত্যাগের ৬৭ ঘণ্টার মধ্যে বিনা বাধায় ইটালির

Av¯v †fv‡U weR‡qi ci †eijmKwb

৫৯তম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ইটালিতে ১৪টি সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু কোনো সরকারই তার পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারেনি। ইটালীয় সংবিধান অনুযায়ী কোনো সরকার রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়লে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কারণ প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলেই মন্ত্রিপরিষদের সংস্কার করতে পারেন না। সুতরাং সঙ্কট নিরসনে সংবিধান মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে পদত্যাগ করেন। এ সময় প্রেসিডেন্টের কাছে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। প্রেসিডেন্ট সঙ্কট নিরসন ও দেশের জাতীয় স্বার্থে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অনুরোধ জানান। তখন পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং আস্থা ভোটের জন্য পার্লামেন্টে যান। তিনি নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন বা পার্লামেন্টের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট মধ্য বিরোধী দলকে অনুরূপ প্রস্তাব দেন। বিরোধী দলও যদি ব্যর্থ হয় বা প্রস্তাব গ্রহণ না করে শুধু তখনই মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। সংবিধানের এ নিয়ম অনুযায়ী পদত্যাগের ৬৭ ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট চাম্পির প্রস্তাবে সিনোর বেরলুসকনি নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং আস্থা ভোটের জন্য পার্লামেন্টে যান।

পলাশ রহমান, ইটালি
Palashrahman@yahoo.com

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

online store BATICROM

HALAL TOKYO

NEW YEAR
উপলক্ষে ব্যতিক্রমের বিশেষ মূল্যহ্রাস

আংশিক মূল্য তালিকা :

(Beef/Mutton Cut Regular)

আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!
স্বাদ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

www.baticrom.com